দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 NOV ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বার্থ সার্টিফিকেট ও টিকার সনদপত্রে ছাড়া শিশুকে ঢাকার স্কুলে ভর্তি করা হবে না

॥ আবদুল খালেক ॥

আগামী পাঁচ বছর পর ঢাকা সিটি করপোরেশনের ইস্যুকৃত 'বার্থ সার্টিফিকেট' এবং নিবিড় টিকাদান কর্মসূচীর সনদপত্র ছাড়া কোন শিশুকেই রাজধানীর সরকারী, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ভর্তি করা হবে না। ঢাকা সিটি করপোরেশন সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে ১৯৮৩ সালের জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত আইন সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের একটি সুপারিশ পেশ করেছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ১৯৮৩ সালের এই আইনটি সংশোধন করে বিল আকারে জাতীয় সংসদে পেশ করা হবে।

জানা গেছে ঃ জন্ম-মৃত্যুর সংবাদ (শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকার স্কুলে ভর্তি করা হবে না

(প্রথম পৃঃ পর)

পৌর কর্তৃপক্ষকে অবহিত বা রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারটি প্রতিটি নাগরিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক করার জন্যই এই পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌর কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্য দফতরে জন্ম-মৃত্যুর সংবাদ প্রদান বা রেজিস্ট্রেশন করা না হলে দায়ী ব্যক্তিকে ৫০ টাকা জরিমানা করার বিধানও করা হচ্ছে। বর্তমানে এই ক্ষেত্রে পাঁচ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে।

ঢাকা সিটি করপোরেশনের একজন মুখপাত্র জানান ঃ বৃটিশ আমল থেকেই এদেশে পৌর কর্তৃপক্ষ এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের নিকট জন্ম-মৃত্যুর সংবাদ প্রদানের বিধান রয়েছে। গ্রামে গ্রামে চৌকিদার এবং দফাদারগণ এই তথ্য সংগ্রহ করতেন। জন্ম-মৃত্যুর এই সংবাদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধনের বিধান থাকলেও তা কার্যত পালন করা হচ্ছে না। অভিভাবকদের অজ্ঞতাই মূলত এর কারণ। ফলে দেশের আদম শুমারী, ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নে কর্তৃপক্ষকেও ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে বহুবিধ জটিলতা।

এছাড়া জন্মের সঠিক তারিখ সংরক্ষণ না করার ফলে একজন নাগরিককে সারা জীবনই তার জন্ম তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তিতে কাটাতে হয়। স্কুলে ভর্তি, চাকুরি, এসএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণ, পাসপোর্ট প্রাপ্তির ব্যাপারে অধিকাংশ ব্যক্তিই সঠিক জন্ম তারিখ প্রদান করতে পারেন না। অনুমাননির্ভর তারিখ দিয়ে তাদেরকে এফিডেভিট করতে হচ্ছে। বিদেশ গমন, মাইগ্রেশনসহ বিভিন্ন কারণে নানা ঝক্কি-ঝামেলার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই সমস্ত ঝক্কি-ঝামেলা নিরসনের উদ্দেশ্যেও প্রতিটি অভিভাবকেরই যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে যথাসময়ে সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত সার্টিফিকেট গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

ঢাকা সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ আশরাফউদ্দীন জানান ঃ ১৮৭৩ সালের জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত আইনটি ১৯৮৩ সালে সংশোধন করা হয়েছিল। এতে জন্মের ৯০ দিনের মধ্যে নবজাতকের নাম পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। এই আইনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালে রাজধানী ঢাকায় আইনটি যথাযথ প্রয়োগের একটা পদক্ষেপও নেয়া হয়েছিল। রাজধানীর প্রতিটি ক্লিনিক, হাসপাতাল, মাতৃসদন এবং ওয়ার্ড কমিশনারদের এই ব্যাপারে সার্কুলারও দেয়া হয়। বৈঠক করে তাদের এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য অনুরোধও করা হয়। তিনি বলেন ঃ কিন্তু দুঃখের বিষয় একমাত্র হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল ছাড়া অন্য কেউ ঢাকা সিটি করপোরেশনের অনুরোধে সাড়া দেয়নি। তিনি বলেন ঃ কোন ক্লিনিক বা হাসপাতাল নবজাতকের নাম পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট নিবন্ধিত না করলেও মাতাপিতারই দায়িত্ব হচ্ছে তা করা।

তিনি জানান ঃ ঢাকা পৌর কর্তৃপক্ষ থেকে 'বার্থ সার্টিফিকেট' এবং সম্প্রসারিত টিকাদানের 'ইমিউনাইজেশন' সার্টিফিকেট না নিলে আগামী পাঁচ বছর পর যে শিশুটি প্রথম স্কুলে ভর্তি হতে যাবে তাকে রাজধানীর কোন স্কুলে যাতে ভর্তি করা না হয়, তার বিধান করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমরা আইন প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিকট সুপারিশ পেশ করেছি। তিনি বলেন ঃ রাজধানীর প্রতিটি সরকারী, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কিন্ডারগার্টেন স্কুল কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেও কথাবার্তা চলছে।

ঢাকা সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ আশরাফউদ্দীন আরও জানান যে, সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে রাজধানীতে ব্যাপকভাবে শিশুদের নিবিড় টিকাদান কার্যক্রম চলছে। এই ব্যাপারে অভিভাবকদের উদ্যোগী হয়ে নিকটস্থ কেন্দ্রে এসে শিশুদের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

12